বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস

বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিলস জরিপ-২০২৩

২০২৩ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৪২ শ্রমিক নিহত, আহত ৪৮৯ শ্রমিক

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে "বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিলস জরিপ-২০২৩" প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। জরিপে ১৩ টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের বাইরে দুর্ঘটনা, নির্যাতন, শ্রম অসন্তোষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা:

জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৪২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় (২০২২ এর তুলনায় ২৮% কম), এর মধ্যে ৭৩৯ (৯৯%) জন পুরুষ এবং ৩ (১%) জন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ২৬৯ (৩৬%) জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১৮ (১৫%) জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৯৭ (১৩%) জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষি খাতে। এছাড়া রিকশাশ্রমিক ৪৪ জন, প্রবাসী শ্রমিক ৩৫, দিনমজুর ৩০, মৎস্য শ্রমিক ২৭, বিদ্যুৎ খাতে ১৬, নৌপরিবহন খাতে ১৫, স্টিল মিলে ১১ এবং অন্যান্য খাতে ৮০ জন শ্রমিক নিহত হন।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত	
সেক্টর	সংখ্যা
পরিবহন	২৬৯
নির্মাণ	১১৮
কৃষি	৯৭
রিকশাশ্রমিক	৪৪
প্রবাসী শ্রমিক	৩৫
দিনমজুর	৩০
মৎস্য শ্রমিক	২৭
বিদ্যুৎ	১৬
নৌপরিবহন	১৫
স্টিল মিল	১১
অন্যান্য	৮০
মোট	**৭৪২**

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত	
সেক্টর	সংখ্যা
তৈরী পোশাক	১১৪
মৎস্য	৮৫
নির্মাণ	৬৫
নৌ পরিবহন	৩৯
পরিবহন	৪১
দোকান কর্মচারী	৩৩
অক্সিজেন কারখানা	২৪
দিনমজুর	১৫
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৩
ওয়ার্কশপ	১৩
কৃষি	১২
অন্যান্য	৩৫
মোট	**৪৮৯**

২০২৩ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৪৮৯ জন শ্রমিক আহত হন, এর মধ্যে ৪২৯ (৮৭%) জন পুরুষ এবং ৬০ (১২%) জন নারী শ্রমিক। তৈরী পোশাক খাতে সর্বোচ্চ ১১৪ (২৩%) জন শ্রমিক আহত হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৎস্য খাতে ৮৫ জন (১৭%) আহত হন। তৃতীয় সর্বোচ্চ নির্মাণ খাতে ৬৫ (১৩ %) জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া নৌ পরিবহন খাতে ৩৯ (৭%) জন, পরিবহন খাতে ৪১ জন (৮%), দোকান কর্মচারী ৩৩ (৬%), অক্সিজেন কারখানায় ২৪ (৪%) দিনমজুর ১৫ (৩%) জন, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ১৩ (২%) জন, ওয়ার্কশপে ১৩ (২%) জন, কৃষিতে ১২ (২%) জন, এবং অন্যান্য খাতে ৩৫ জন শ্রমিক আহত হন।

সড়ক দুর্ঘটনা, উচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া, বিস্ফোরণ, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, বজ্রপাত, সমুদ্রে ঘুর্নিঝড়ে, নৌকা/ট্রলার ডুবি, পড়ন্ত বস্তুর আঘাত, বিষাক্ত গ্যাস, নৌ দুর্ঘটনা, দেয়াল/ছাদ ধসে পড়া, সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, বন্যপশুর আক্রমণ ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার অন্যতম কারন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ১০৩৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হন ১০৩৭ জন শ্রমিক। নিহতদের মধ্যে ১০২৭ (৯৯%) জন পুরুষ এবং ৭ (১%) জন নারী শ্রমিক ছিলেন।

কর্মক্ষেত্রে নয় বছরের দুর্ঘটনার চিত্র (২০১৫-২০২৩):

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় হতাহত (২০১৫-২০২৩)		
সাল	**নিহত**	**আহত**
২০২৩	৭৪২	৪৮৯
২০২২	১০৩৪	১০৩৭
২০২১	১০৫৩	৫৯৪
২০২০	৭২৯	৪৩৩
২০১৯	১২০০	৬৯৫
২০১৮	১০২০	৪৮২
২০১৭	৭৮৪	৫১৭
২০১৬	৬৯৯	৭০৩
২০১৫	৩৬৩	৩৮২
মোট	**৭৬২৪**	**৫৩৩২**
		সূত্র:বিলস সংবাদপত্র জরিপ

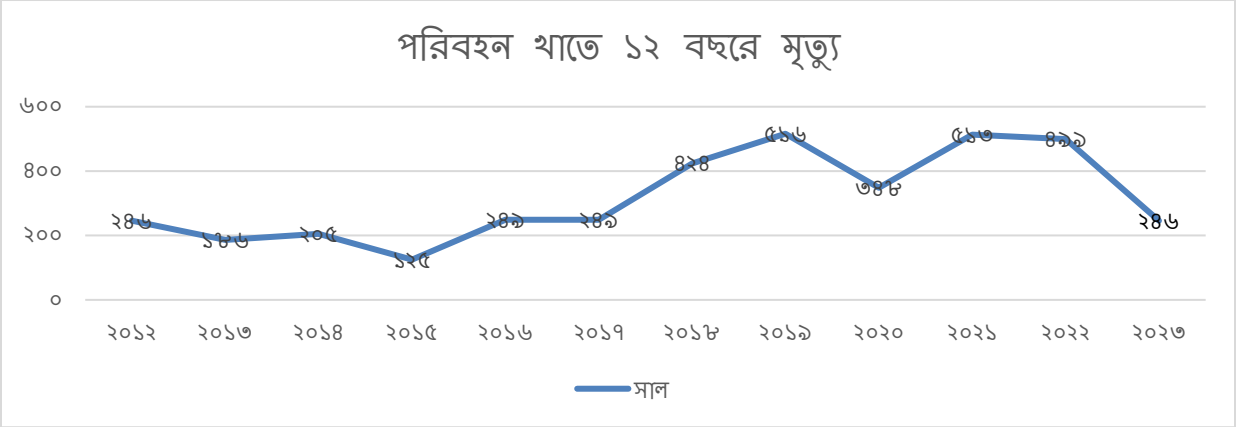

২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পরিবহন সেক্টরে ১২ বছরে ৩৮২৯ জন শ্রমিক নিহত হন। ২০২২ সালে ৪৯৯ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ২০২১ সালে ৫১৩ জন, ২০২০ সালে ৩৪৮ জন, ২০১৯ সালে ৫১৬ জন, ২০১৮ সালে ৪২৪ জন, ২০১৭ সালে ২৪৯ জন পরিবহন শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

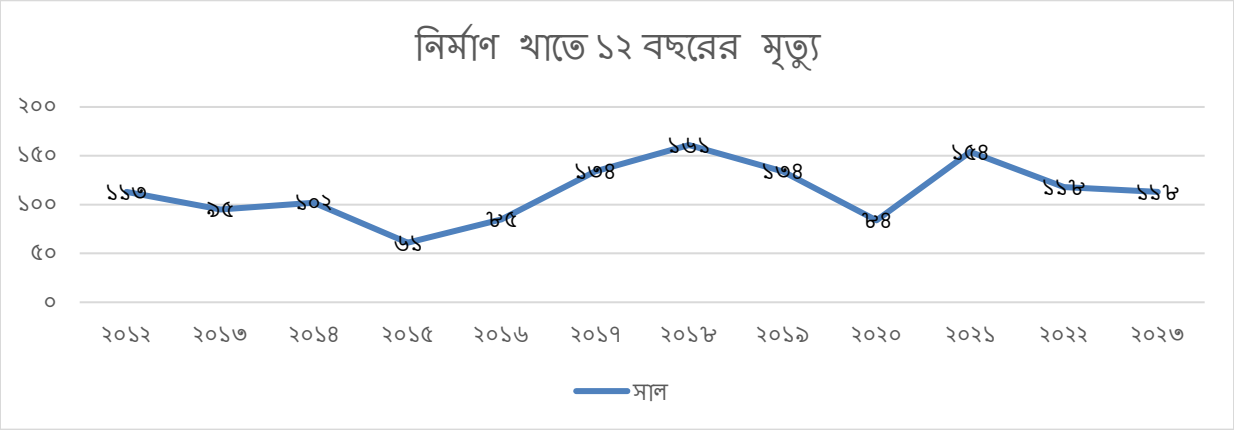

২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে নির্মাণ খাতে ১২ বছরে ১৩৫৯ শ্রমিক নিহত হন। ২০২২ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ১১৮ জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হন। এছাড়া ২০২১ সালে ১৫৪ জন, ২০২০ সালে ৮৪ জন, ২০১৯ সালে ১৩৪ জন এবং ২০১৮ সালে ছিল ১৬১ জন।

কর্মক্ষেত্রের বাহিরে দুর্ঘটনা (কর্মস্থলে আসা যাওয়ার পথে):

জরিপ অনুযায়ী ২০২৩ সালে কর্মস্থলে আসা যাওয়ার পথে ৪২ জন শ্রমিক নিহত এবং ৩৩ জন শ্রমিক আহত হন। নিহত শ্রমিকদের মধ্যে ১৩ জন (৩০%) নারী শ্রমিক এবং আহত শ্রমিকদের মধ্যে ৩ জন (৯%) নারী শ্রমিক ছিলেন। উল্লেখ্য ২০২২ সালে কর্মস্থলে আসা যাওয়ার পথে ৩৬ জন শ্রমিক নিহত এবং ১২২ জন শ্রমিক আহত হন।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন:

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার					
নিহত	আহত	নিখোঁজ	আত্মহত্যা	উদ্ধার	মোট
১৫৭	১২৭	১৬	৩	৩	৩০৬

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২৩ সালে ৩০৬ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এরমধ্যে ২৭৮ জন (৯১%) পুরুষ এবং ২৮ জন (৯%) নারী শ্রমিক। ৩০১ জনের মধ্যে ১৫৭ জন নিহত, ১২৭ জন আহত, ১৬ জন নিখোঁজ, ৩ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয় এবং অপহৃত ৩ জনকে পরবর্তীতে উদ্ধার করে পুলিশ। অপহৃতদের মধ্যে ৩ জনই ছিলেন নির্মাণ শ্রমিক।

সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন ৭৪ জন রিকশা শ্রমিক, যার মধ্যে নিহত ৬৬ জন, আহত ৮ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৫ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন পরিবহন খাতে, যার মধ্যে ২১ জন নিহত, ৩৩ জন আহত। তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৬ জন মৎস্যশ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ২ জন নিহত, ১৫ জন আহত ও ৯ জন অপহৃত হন। এছাড়া ২৬ জন নিরাপত্তাকর্মী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১৪ জন নিহত, ৯ জন আহত এবং ৩ জন নিখোঁজ। ২৩ জন গৃহশ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১১ জন নিহত এবং ১০ জন আহত এবং ২ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া কৃষি খাতে ১০ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১০ জনই নিহত হন।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনে নিহত	
সেক্টর	সংখ্যা
রিকশা শ্রমিক	৬৬
পরিবহন	২১
নিরাপত্তাকর্মী	১৪
গৃহশ্রমিক	১১
কৃষি	১০
অন্যান্য	৩৫
মোট	**১৫৭**

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনে আহত	
সেক্টর	সংখ্যা
পরিবহন	৩৩
সংবাদকর্মী	১৫
মৎস্যশ্রমিক	১৫
দিনমজুর	১৩
গৃহশ্রমিক	১০
অন্যান্য	৪২
মোট	**১২৭**

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, ছুরিকাঘাত, খুন, রহস্যজনক মৃত্যু, অপহরণ, মারধর ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন ৩৩৮ জন শ্রমিক। এরমধ্যে ২৯৪ জন পুরুষ এবং ৪৪ জন নারী শ্রমিক। ৩৩৮ জনের মধ্যে ১৩৫ জন নিহত, ১৫৫ জন আহত, ৩৪ জন নিখোঁজ, ১ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয় এবং অপহৃত ১৩ জনকে পরবর্তীতে উদ্ধার করে পুলিশ। অপহৃতদের মধ্যে ১০জন মৎস্য শ্রমিক এবং তিনজন ইটভাটা শ্রমিক ছিলেন।

কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নির্যাতনঃ

সংবাদপত্র জরিপ অনুযায়ী ২০২৩ সালে ১৯৪ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নির্যাতনের শিকার হন। এরমধ্যে ১৪৫ জন নিহত, ৩৩ জন আহত, ৬ জন নিখোঁজ, ১০ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৪ জনের মধ্যে ১৫১ জন (৭৮%) পুরুষ এবং ৪৩ জন (২২%) নারী শ্রমিক।

কর্মক্ষেত্রের বাইরে নির্যাতনে নিহত	
সেক্টর	সংখ্যা
পোশাক শ্রমিক	৩৪
কৃষি	৩১
রিকশা শ্রমিক	১৫
নির্মাণ শ্রমিক	৯
দিনমজুর	৯
অন্যান্য	৪৭
মোট	**১৪৫**

কর্মক্ষেত্রের বাইরে নির্যাতনে আহত	
সেক্টর	সংখ্যা
পোশাক শ্রমিক	১১
সংবাদকর্মী	৩
কৃষি	৩
দিনমজুর	২
গৃহশ্রমিক	২
অন্যান্য	১২
মোট	**৩৩**

কর্মক্ষেত্রের বাহিরে সবচেয়ে বেশি ৪৮ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন তৈরি পোশাক শিল্পে, যার মধ্যে ৩৪ জন নিহত, ১১ জন আহত ও ৩ জন নিখোঁজ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৪ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন কৃষি খাতে,

যার মধ্যে ৩১ জন নিহত, ৩ জন আহত। তৃতীয় সবোচ্চ ১৮ জন রিকশা শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১৫ জন নিহত, ১ জন আহত, ২ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া নির্মাণ খাতে ১৩ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ৯ জন নিহত, ১ জন আহত, ১ জন আত্মহত্যা করেন এবং ২ জন নিখোঁজ। ১১জন দিনমজুর নির্যাতনের শিকার হন, যারমধ্যে ৯ জন নিহত, ২ জন আহত। এ ছাড়া ৩ জন গৃহশ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাইরে নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১ জন নিহত এবং অপর ২ জন আহত হন।

কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নির্যাতনের শিকার					
নিহত	আহত	নিখোঁজ	আত্মহত্যা	উদ্ধার	মোট
১৪৫	৩৩	৬	১০	০	১৯৪

কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নির্যাতনের ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, যৌন হয়রানি, ছুরিকাঘাত, খুন, রহস্যজনক মৃত্যু, অপহরণ, মারধর ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ৩৩০ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নির্যাতনের শিকার হন। এরমধ্যে ২১৩ জন নিহত, ৭৪ জন আহত, ১ জন নিখোঁজ, ৪২ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়। ৩৩০ জনের মধ্যে ২৫২ জন (৭৬%) পুরুষ এবং ৭৮ জন (২৪%) নারী শ্রমিক।

শিল্প সম্পর্ক এবং শ্রমিক অসন্তোষঃ

২০২৩ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ১৭১ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ১১০ টি (৬৪%) শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭টি (৪%) শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে বিড়ি ও ৭টি (৪%) চা-শিল্পে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৫টি (৩%) শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে রেলওয়ে ক্ষেত্রে। এছাড়া টেক্সটাইল শিল্পে ৪ টি, পরিবহনে ৩টি, সংবাদপত্রে ৩টি, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ৩টি, সার কারখানায় ৩টি, কয়লা ও পরিচ্ছন্নতা খাতে ৩টি এবং অন্যান্য খাতে ২০টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণ	
সেক্টর	সংখ্যা
বকেয়া বেতন	৫৯
দাবি আদায়	৩৪
বেতন বৃদ্ধির দাবি	২৭
বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে	৮
শ্রমিক মৃত্যুর প্রতিবাদ	৮
বোনাসের দাবিতে	৭
লে-অফের কারণে	৬
ওভারটাইমের দাবি	৫
অন্যান্য	১৭
মোট	১৭১

সেক্টরভিত্তিক শ্রমিক অসন্তোষ	
সেক্টর	*সংখ্যা*
তৈরি পোশাক	১১০
বিড়ি শিল্প	৭
চা-শিল্প	৭
রেলওয়ে	৫
টেক্সটাইল	৪
পরিবহন	৩
সংবাদপত্র	৩
ম্যানুফ্যাকচারিং	৩
সার কারখানা	৩
কয়লা	৩
পরিচ্ছন্নতা	৩
অন্যান্য	২০
মোট	১৭১

জরিপ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫৯টি (৩৩%) শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে বকেয়া বেতনের দাবিতে। এছাড়া দাবি আদায়ে ৩৪টি (২০%), বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ২৭ টি (১৫%), বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে এবং শ্রমিক

মৃত্যুর প্রতিবাদে ৮টি করে, বোনাসের দাবিতে ৭টি, লে-অফের কারণে ৬টি, ওভারটাইমের দাবিতে ৫টি এবং অন্যান্য দাবিতে ১৭টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

আন্দোলন করতে গিয়ে ২ জন পোশাক শ্রমিক নিহত হন, যার মধ্যে ১ জন নারী ও ১ জন পুরুষ। এ ছাড়া ১৫৭ জন পোশাক শ্রমিক ও ১০ জন টেক্সটাইল শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে আহত হন। আহতদের মধ্যে ৭২ জন পুরুষ এবং ৯৫ জন নারী শ্রমিক ছিলেন।

শ্রমিক অসন্তোষের ধরণগুলোর মধ্যে রয়েছে, বিক্ষোভ (৬৯টি, ৪০%), মহাসড়ক অবরোধ (২৮টি, ১৬%), মানববন্ধন (১৭টি, ১০%), ভাংচুর (১৮টি, ৯%), কর্মবিরতি (১২টি, ৭%), র‍্যালি (৭টি, ৪%), স্মারকলিপি প্রদান, অনশন, ঘর্মঘট, সমাবেশ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ১৯৬টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ১১৫টি (৭৯%) শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫টি (৮%) শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে বিড়ি শিল্পে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৪টি (৭%) শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে পাট শিল্পে।

BILS